কুষ্টিয়ায় গাঁজাসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক

কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে দুই কেজি গাঁজা সহ মোঃ রতন সর্দার (৩৮) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে পুলিশ। শুক্রবার দুপুরে দৌলতপুর উপজেলার দাড়েরপাড়া-গোড়ারপাড়া জামে মসজিদ এর সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হইতে তাকে আটক করা হয়।

এসময় তার কাছে থাকা একটা ব্যাগ থেকে দুই কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। আটককৃত রতন সর্দার দৌলতপুর উপজেলার ভাগজোত (বাজারপাড়া) এলাকার মৃত লুৎফর রহমানের ছেলে।

দৌলতপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি নাসির উদ্দীন জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শুক্রবার সকালে কুষ্টিয়ার দৌলতপুর থানাধীন দাড়েরপাড়া গ্রামস্থ দাড়েরপাড়া-গোড়ারপাড়া জামে মসজিদ এর সামনে পাঁকা রাস্তার উপর হতে তাকে গাঁজাসহ আটক করা হয়। আটককৃত রতন সর্দার একজন মাদক ব্যাবসায়ী।

তার বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়। থানা এলাকার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে বলেও জানান তিনি।

ঝিনাইদহে নকল এ্যজমা ও গ্যাষ্ট্রিকের ঔষধ জব্দ

ঝিনাইদহ শহরের আরাপপুর মাস্টার পাড়া থেকে বিপুল পরিমাণ নকল এ্যজমা ও গ্যাসের ঔষধ জব্দ করেছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। সেসময় এই ঔষধ মজুদ ও বিক্রির অভিযোগে বাড়ির মালিক গোলাম নবীকে আটক করে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়।

গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত ১১ টার দিকে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

ঝিনাইদহ ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল জানান, বেশ কিছুদিন ধরেই শহরের আরাপপুর মাস্টারপাড়া এলাকার একটি বাড়িতে নকল ঔষধ মজুদ করে বিক্রি করা হচ্ছে এমন অভিযোগ আসে। এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাতে গোলাম নবী’র বাড়িতে অভিযান চালানো হয়।

সেসময় ছাদে ওঠার সিড়ির নিচে কয়েকটি কার্টুনে রাখা নকল এ্যজমার ঔষধ মন্টেয়ার-১০ ট্যাবলেট ৫৯১ টি, গ্যাসের ঔষধ সেকলো ও প্যান্টোনিক্স ক্যাপসুল ৪৩৩ টি এবং বেশ কিছু মোনাস-১০ ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

পরে ভ্রাম্যমান আদালত বসিয়ে নকল ঔষধ বিক্রি ও মজুদ রাখার দায়ে বাড়ির মালিক গোলাম নবী’কে ৬ মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড প্রদান করা হয়। অভিযানের নের্তৃত্ব দেন জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কামরুজ্জামান সরকার।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন জেলা ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রেহান হাসান, বিসিডিএস জেলা শাখার সভাপতি রফিকুল করিম, সিনিয়র সহ-সভাপতি মোস্তাকিবুর রহমান সহ পুলিশ সদস্যরা।

ফোন করলেই বাড়িতে পৌঁছাবে আদ-দ্বীনের অক্সিজেন

মহামারী করোনায় বিপর্যস্ত সারাদেশ। খুলনা বিভাগসহ অনেক জেলায় দেখা দিয়েছে অক্সিজেন সংকট। এমন অবস্থায় করোনায় আক্রান্তদের পাশে দাঁড়ালো আদ-দ্বীন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। খুলনা অঞ্চলের কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসা সরঞ্জাম দেয়াসহ অক্সিজেনের কষ্টে ভোগা মানুষদের পাশে দাঁড়াতে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।

বাড়িতে বসে কেউ অক্সিজেনের জন্য ফোন করলে সঙ্গে সঙ্গে প্রশিক্ষিত কর্মীরা ছুটে যাবেন অক্সিজেন নিয়ে। আদ-দ্বীন হাসপাতালের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, অক্সিজেন সংকট দূর করতে

করোনা আক্রান্তদের অক্সিজেন সহায়তা দিচ্ছে আদ্-দ্বীন ওয়েল ফেয়ার সেন্টারের প্রশিক্ষিত মাঠ পর্যায়ের কর্মীরা। সেবা পেতে আদ্-দ্বীন কুষ্টিয়ার হট লাইন নাম্বার ০১৭০১২১৮০০৯, ০১৭০১২১৯০৬৫, ০১৭০১২১৮০১৮ যোগাযোগ করে যে কেউ অক্সিজেন সহায়তা নিতে পারবে।

এদিকে করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য ইতিমধ্যে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ২টি সিপ্যাপ-বাইপ্যাপসহ হাই ফ্লো নেজাল ক্যানুলা দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অধ্যক্ষ প্রফেসর দেলদার হোসেন, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ডা. এসএম মুস্তানজীদ, কুষ্টিয়া সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডাঃ এমএ মোমেন, আদ্-দ্বীন হাসপাতালের ম্যানেজার মো: রবিউল আওয়াল প্রমুখ।

আদ্-দ্বীন হাসপাতালের ম্যানেজার মো: রবিউল আওয়াল বলেন, আদ্- দ্বীনের কর্ম এলাকার মাঠ পর্যায়ের এসব কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করলে যে কেউ এ সহায়তা পাবেন। সংকটাপন্ন রোগীদের বিনামূল্যে আদ্- দ্বীনের অ্যম্বুলেন্সের মাধ্যমে সরকারি কোভিড হাসপাতলে পৌছে দিচ্ছে।

যে কোন দুর্যোগে আদ্-দ্বীন সবসময় মানুষের পাশে ছিল, ভবিষ্যতেও মানুষের পাশে থেকে কাজ করবে। দেশের করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলায় অন্যান্য বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি।

আলমডাঙ্গায় সরকারি বিধি নিষেধ না মানায় ৬ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করে রাস্তায় চলাচল করার অপরাধে ৬ জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গা উপজেলা সহকারি কমিশনার(ভূমি) হুমায়ন কবীর এ আদালত পরিচালনা করেন।

আদালত চলাকালে উপস্থিত ছিলেন আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ পরিদর্শক ওসি

(তদন্ত) এমএম সেলিম ও সেনাবাহিনীর একটি টিম। জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর শহরের স্বাধীনতা স্তম্ভ মোড়, নতুন বাস স্টান্ড, রেল ষ্টেশন, লাল ব্রিজ, সাদাব্রিজ, কালিদাসপুর, আনন্দধাম ব্রিজসহ শহরের বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করেন।

এ সময় সরকারি বিধি নিষেধ অমান্য করে মোটরসাইকেল নিয়ে বাইরে ঘোরাঘুরি করার করার অপরাধে উপজেলার মুন্সিগঞ্জের আবু ইসরাইলের ছেলে আব্দুস সাত্তারকে ৩শ টাকা, মিরপুর উপজেরার হালসা গ্রামের মৃত মকবুল হোসেনের ছেলে সিরাজুল ইসলামকে ৫শ টাকা, আব্দুস সাত্তারের ছেলে হেলাল উদ্দিনকে ৫শ টাকা গোবিন্দপুর গ্রামের সারজেত আলীর ছেলে সাবদার আলীকে ৩শ টাকা, সিরাজুল ইসলামের ছেলে জিসানকে ৬শ টাকা, মাদ্রাসাপাড়ার আব্দুল ওয়াহেদের ছেলে পারভেজকে ৬শ টাকা, জরিমানা করেন।

দর্শনা পাকৃষ্ণপুরে বিশিষ্ট ভুষিমাল ব্যবসায়ীর করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পাকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের পাকৃষ্ণপুর গ্রামের বিশিষ্ট ভুষিমাল ব্যবসায়ী হাজী আতিয়ার রহমান মোল্লা করোনা উপসর্গ নিয়ে মৃত্যু বরণ করেছেন (ইন্না লিল্লাহি অইন্না লিল্লাহি রাজেউন)।

বৃস্পতিবার সন্ধা ৬টার দিকে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে তিনি মৃত্যু করোনা উপসর্গ মৃত্যু বরণ করেন বলে জানা গেছে।

এ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী হাজী আতিয়ার রহমান মোল্লা পাকৃষ্ণপুর গ্রামের মোজাম্মেল হক মোল্লার ছেলে। তিনি করোনা উপসর্গ নিয়ে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে আই সি ইউ তে ভর্তি আবস্থায় মারা গেছেন।

মৃত্যুকালে এক ছেলে দুই মেয়েসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে যান।

দর্শনা মদনা ইউনিয়নে কর্মহীন ৩শত ৫০টি পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের গরীব দুঃস্থ আসহায় ও কর্মহীন ৩৫০টি পরিবারের মধ্যে খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের আয়োজনে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে এসব খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি কর্মকতার সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডের ৩ শত ৫০টি পরিবারের মধ্যে ১০ কেজি করে চাউল, ২ আলু ১ কেজি ডাউল, ১ কেজি পিয়াজ, হাফ লিটার সোয়বিন তেল প্রদান করা হয়। এ খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার ভুমি কর্মকতার সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনয়নের চেয়ারম্যান এস এ এম জাকারিয়া আলম ও বিজিবি সুবেদার ও সদস্য। এছাড়া ৯টি ওয়ার্ডের মেম্বর খাইরুল ইসলাম, হজরত আলী, সহিদুল ইসলাম, আবু স্ঈাদ, শামসুল ইসলাম, সাইফুল ইসলাম, আসিক ইকবাল (চঞ্চল) বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। খাদ্য বিতরণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্যানেল চেয়ারম্যান আব্দুর রহমান।

কুষ্টিয়ায় লকডাউন অমান্য করায় ৬৩ জনকে জরিমানা

দুই সপ্তাহব্যাপী ঘোষিত লকডাউনে বৃহস্পতিবার সরকারি বিধি-নিষেধ অমান্য করায় কুষ্টিয়ায় ৬৩জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী জেলার ছয়টি উপজেলায় পৃথক পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে এই অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জানা গেছে, করোনা সংক্রমণ রোধে সারাদেশে ১ জুলাই থেকে ১৪ জুলাই দুই সপ্তাহ কঠোর লকডাউনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। লকডাউন কার্যকর করতে বৃহস্পতিবার জেলার সকল উপজেলায় আলাদা আলাদা ভ্রাম্যমাণ আদালতের পাশাপাশি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর টহল জোরদার করা হয়। কিন্তু সরকারি বিধিনিষেধ উপক্ষো করে দোকান-পাট খোলা, অযথা ঘোরাফেরা ও স্বাস্থ্যবিধি না মানায় পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালত অভিযান চালায়। অভিযানে স্ব-স্ব উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএ্নও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, সহকারী কমিশনার (ভুমি) ৫৪ টি মামলায় ৪৩ হাজার ৮শ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করেন।

কুষ্টিয়ার স্থানীয় সরকারের উপ-পরিচালক মৃণাল কান্তি দে বলেন, দিনব্যাপী অভিয়ান পরিচালনা করে জেলা ছয়টি উপজেলায় ৬৩জনকে সংক্রামক রোগ (প্রতিরোধ, নিয়ন্ত্রণ ও নির্মুল) আইন, ২০১৮ (দন্ডবিধি,১৮৬০) বিধি মোতাবেক ৪৩হাজার ৮শ টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়।

তিনি আরও জানান, লকডাউন কার্যকর ও জনসাধারণকে সচেতন করতে সকল উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে উপজেলায় মাইকিং করা হয়েছে। পাশাপাশি ভ্রাম্যমাণ আদালত ও আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মাঠে রয়েছে। যারা সরকার ঘোষিত নির্দেশনা অমান্য করবে তাদের বিরুদ্ধেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্যবিধি না মানায় ৬ জনকে ১১ হাজার ৪’শ টাকা অর্থদন্ড

দামুড়হুদায় স্বাস্থ্যবিধি ও মাক্স পরিধান না করায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় ৬ জনকে ১১ হাজার ৪’শ টাকা অর্থদন্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত। করোনা পার্দূভাব নিয়ন্ত্রণ ও লকডাউনে বিধিনিষেধ

বাস্তবায়নে দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে ৬ জনকে ১১ হাজার ৪’শ টাকা অর্থদন্ড করেন।

বৃহস্পতিবার দিনব্যাপী বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড (বিজিবি) সমন্বয়ে উপজেলার জুরানপুর,পারকৃষ্টপুর-মদনা ইউনিয়ন ও দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট।মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কালে দণ্ডবিধি ১৮৬০ এর ২৬৯ ধারায় ৪ টি মামলায় ৬ জনকে ১১ হাজার ৪’ শ টাকা অর্থদন্ড করেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কালে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ জনস্বার্থে বলেন, করোনা থেকে রক্ষা পেতে হলে আমাদের সরকারের দেওয়া সকল ধরনের বিধিনিষেধ মেনে চলতে হবে। সীমান্তবর্তী এলাকাগুলোতে। ব্যাপক হারে দেখা দিয়েছে করোনার উপসর্গ।

কয়েকদিনের ব্যবধানে মৃত্যুর হার বেড়েই চলেছে ।আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে সচেতন মহল,সাধারণত এসময় করোনার সংক্রমণ হার বেড়েই চলেছে, হাসপাতালগুলোয় ৬০ ভাগ বয়স্ক মানুষ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে ভর্তি থাকেন। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ ঠাকাতে এই নাগরিকদের সতর্কভাবে ঘরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। এলাকায় নতুন করে যাতে আক্রান্ত না হয়, আমাদের সবাই কে সজাগ থাকার জন্য পরামর্শ দেন আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ। এ জন্য সবার মাস্ক ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

দামুড়হুদায় কর্মহীন মানুষের

মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান

দামুড়হুদা উপজেলার দামুড়হুদায় প্রধানমন্ত্রীর দেয়া ৮৫০ জন কর্মহীন মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন উপজেলা প্রশাসন। কর্মহীন ভ্যানচালক বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের মাঝে খাদ্য সহায়তা প্রদান করা হয়।

বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলা দুটি ইউনিয়নে মানুষকে এই খাদ্য সহায়তা তুলে দেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ। বেলা ১১টার দিকে উপজেলার সীমান্তবর্তী পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে ইউনিয়নের ৩৫০জন ভ্যানচালকে এই খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়। এরপর বেলা দেড়টার দিকে উপজেলা জুড়ানপুর ইউনিয়ন পরিষদ চত্বরে জুড়ানপুর ইউনিয়নে কর্মহীন হয়ে পড়া ৫০০জন বিভিন্ন পেশার মানুষকে এই সহায়তা দেওয়া হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন,পারকৃষ্ণপুর-মদনা ইউপি চেয়ারম্যান এস এম জাকারিয়া আলম, জুড়ানপুর ইউপি চেয়ারম্যন সোহরাব হোসেনসহ ইউপি সদস্যগণ,বিজিবি,দামুড়হুদা মডেল ও দর্শনা থানার পুলিশ সদস্য।

এসময় উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুদীপ্ত কুমার সিংহ বলেন, সারা বাংলাদেশের ন্যায় চুয়াডাঙ্গা জেলার করেনা সংক্রমণ উর্ধ্বগতি। এ লক্ষে দামুড়হুদা উপজেলার সংক্রমণ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছেন। সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে জেলাব্যাপী চলছে কঠোর লকডাউন।

এসময় তিনি আরও বলেন, সরকার ঘোষিত লকডাউন বাস্তবায়নে আপনার আমাদের সাথে সহযোগিতা করবেন এটা আমরা আশাবাদী। করোনায় শ্রমজীবী মানুষ কর্মহীন হয়ে পড়ার কারণে শ্রমজীবী মানুষের পরিবারকে সরকারি খাদ্য সহায়তা পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে, এবং তা অব্যাহত রয়েছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউ প্রতিরোধে সকলকে সচেতনতার সাথে চলাচল করতে হবে। আমাদের পক্ষ থেকে জনসাধারণের সর্বত্র সচেতন থাকার জন্য প্রচার অভিযান চালানো হচ্ছে।

সকলকে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরিধান করতে বার বার অনুরোধ করা হচ্ছে, এরপরও অনেকের মাঝে মাস্ক পড়তে উদাসীনতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। উপজেলাতে সংক্রমণের হার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে এ লক্ষ্য আমাদেরকে বেশি বেশি সচেতন হতে হবে,তা না হলে আগামীতে ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে।

বাইরে চলাচলে মাস্ক ব্যবহার বাধ্যতামূলক করতে কঠোর হবে প্রশাসন। সর্বোচ্চ সতর্কতা নিতে হবে। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে। অপ্রয়োজনে বাড়ির বাহিরে বের হবেন না। নিজে ও পরিবার সুস্থ রাখতে সরকারের দেওয়া সকল নির্দেশনা মেনে চলুন। লকডাউন বাস্তবায়ন প্রশাসন কে সহযোগিতা করুন।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানার ওসি’র আকস্মিক মৃত্যু

কুষ্টিয়ার পোড়াদহ রেলওয়ে থানার (জিআরপি) ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ফয়জুর রহমানের (৫২) আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার দুপরের দিকে থানা চত্বরের বাথরুমে গোসল করার সময় আকস্মিকভাবে মারা যান তিনি।

হাসপাতালের চিকিৎসক ও পুলিশ স্টেশনের কর্মকর্তারা জানিয়েছেন ষ্ট্রোকজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। ফয়জুর রহমানের বাড়ি শেরপুর জেলার সদর উপজেলায়। তিনি গত মাসে পোড়াদহ রেলওয়ে থানার যোগদান করেছিলেন।

পোড়াদহ রেলওয়ে থানা পুলিশের উপরিদর্শক (এসআই) শাহবুদ্দিন জানান, দুপুরে পৌনে ২ টার দিকে ওসি ফয়েজুর রহমান গোসল করতে বাথরুমে যান। কিন্তু প্রায় এক ঘণ্টা অতিবাহিত হওয়ার পরও বাথরুম থেকে তিনি না বেরুনোয় সহকর্মীরা বাইরে থেকে তাকে ডাকাডাকি করেন।

কিন্তু এতেও কোন সাড়া না পেয়ে বাথরুমের পিছনের ভেন্টিলেটর দিয়ে সহকর্মীরা দেখতে পান তিনি অচেতন অবস্থায় পড়ে আছেন মেঝেতে। ঘটনার পর খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের টিম ছুটে আসে। পরে বাথরুমের দরজা ভেঙ্গে ওই পুলিশ কর্মকর্তাকে অজ্ঞান অবস্থায় উদ্ধার করে কুষ্টিয়া ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নেওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মানস ভট্টাচার্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ষ্ট্রোকজনিত কারণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে হাসপাতালের চিকিৎসক জানান। রেলওয়ে পুলিশের সদস্যরা জানান, মৃত্যুর আগে তিনি ছিলেন